পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

THINK•EAT•SAVE
REDUCE YOUR FOODPRINT

পরিবেশ অধিদপ্তর

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন ২০১৩

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
০৫ জুন ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের এক অফুরন্ত ভান্ডার বাংলাদেশ। এ সম্পদ সংরক্ষণ করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। ভৌগোলিক অবস্থান ও মানবসৃষ্ট নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন। জনসংখ্যার আধিক্য, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন আমাদের পরিবেশ দূষণের মাত্রাকে ক্রমেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা, বিপন্ন হচ্ছে আমাদের জীববৈচিত্র্য।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিশ্ববাসীর মনে স্থায়ী উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এ পরিবর্তনের সম্ভাব্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী আন্দোলন জোরদার এবং এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগ নেয়া আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আশার কথা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার এ বিষয়ে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'ভেবে চিন্তে খাই - অপচয় কমাই' (Think. Eat. Save) যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। দেশের পরিবেশ দূষণরোধে ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর অবদান রাখার আহবান জানাই।

আমি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩'-এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আবদুল হামিদ)

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

০৫ জুন ২০১৩

বাণী

০৫ জুন বাংলাদেশেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'THINK. EAT. SAVE' যার বাংলা ভাবানুবাদ 'ভেবে চিন্তে খাই-অপচয় কমাই'। খাদ্য অপচয় কমিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণরোধে সহায়তা করাই এবারের প্রতিপাদ্যের মূল বিষয়।

পৃথিবীর জনসংখ্যা ইতোমধ্যে ৭ বিলিয়ন অতিক্রম করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়ছে খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের চাহিদা এবং উৎপাদন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে এর অপচয়ও। জাতিসংঘ কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) এর তথ্য মতে, বিশ্বে উৎপাদিত খাদ্য পণ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ যার পরিমান ১.৩ বিলিয়ন টন প্রতি বছর নষ্ট ও অপচয় হচ্ছে। এ খাদ্য অপচয়ে শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষতিই হচ্ছে না, বাড়ছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অপব্যবহার এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানী ইত্যাদির ব্যবহার। এছাড়াও বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের জন্য বসবাসযোগ্য ভূমির ২৫% এবং বিশুদ্ধ পানির ৭০% ব্যবহৃত হচ্ছে। এযাবৎ উজাড় হওয়া বনভূমির সিংহভাগ উজাড় হয়েছে খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে। গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ৩০% কারণ খাদ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট। এসবই বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্য বিনষ্টে ক্ষতিকর ভূমিকা রাখছে।

দেশের পরিবেশ দূষণরোধ, সংরক্ষণ এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবেশগত সমস্যা, গ্রীনহাউস গ্যাসের উদগীরণ হ্রাস, পরিবেশসম্মতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্য শস্য আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণে উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোর অভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যের অপচয় হয়। খাদ্য অপচয় কমিয়ে পরিবেশ দূষণ হ্রাস এবং সংরক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। একই সাথে Sustainable Consumption অর্থাৎ কম বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিকতর উন্নত জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খাদ্য শস্যের উপযুক্ত আহরণ ও সংরক্ষণ, সুষ্ঠু পরিবহণ ও বিতরণ, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার সর্বোপরি খাদ্য গ্রহণে মিতাচারিতা খাদ্য অপচয় হ্রাস এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণরোধে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. হাছান মাহমুদ এম.পি)

পরিবেশ অধিদপ্তরের ভিশন

২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা

পরিবেশ অধিদপ্তরের মিশন

১. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা;
২. টেকসই পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা;
৩. পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যথাযথ প্রয়োগ;
৪. পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;
৫. উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
৬. জাতীয় পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা।

অপচয় ও পরিবেশ দূষণের কারণ

ভূমিকা :
বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়। পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে water pollution control ordinance ১৯৭৩ জারী করেন। একই বছর Bangladesh wild life (preservation) Order ১৯৭৩ জারী করা হয়। কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ১৯৮৯ সালে সীমিত জনবল নিয়ে বর্তমান পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমান সরকার ২১ টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে এবং জনবল ২৬৭ জন থেকে বাড়িয়ে ৭৩৫ জনে উন্নীত করেছে। পর্যায়ক্রমে সবগুলো জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা দপ্তর স্থাপনের বিষয়টি সরকারের সদয় ও সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। তাছাড়াও বর্তমান সরকার সংবিধান সংশোধন করে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি,বন ও বন্য প্রাণীর নিরাপত্তা বিধান করবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় :
পরিবেশের অবক্ষয়, পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বিশ্বের নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন। তাই পরিবেশ দূষণ রোধ করে এর সংরক্ষণ ও মান উন্নয়নে সার্বিক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর ৫ জুন জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP) এর উদ্যোগে "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" পালিত হয়ে আসছে। এ দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবছর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়কে উপজীব্য করা হয়। প্রতিপাদ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণই দিবসটি পালনের মূল লক্ষ্য। UNEP কর্তৃক এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, "THINK. EAT. SAVE" যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে, 'ভেবে চিন্তে খাই, অপচয় কমাই'। বাংলাদেশেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস প্রতি বছর যথাযথ গুরুত্বের সাথে জাতীয় ভাবে পালিত হচ্ছে। আমাদের খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটি, খাদ্য সংরক্ষণের অপর্যাপ্ততা এবং খাদ্য সংশ্লিষ্ট বর্জ্যের ফলে যেমন আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে তেমনি পরিবেশের উপরও এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এ সকল বিরূপ প্রভাব বিষয়ে জনগণকে অধিকতর সচেতন করে বিশ্ববাসীর Food print কমিয়ে আনাই হলো প্রতিপাদ্যের মূল তাৎপর্য।

খাদ্য অপচয়ে পরিবেশের উপর প্রভাব :
বিশ্বে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যক আবাদযোগ্য ভূমি হ্রাস, অধিকতর কৃষিপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মাত্রাতিরিক্ত কর্ষণের ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি ক্ষয়, ভূ-গর্ভস্থ জলসংরক্ষণের অবনমন, বালাইনাশকের (Pesticides) যথেচ্ছ ব্যবহার, এবং সর্বোপরি বৈশ্বিক উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্ব পরিবেশকে ক্রমাগত হুমকীর মুখে ফেলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে জীববৈচিত্র্য ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে ভূ-দৃশ্য (Landscape) এবং ভূমির শ্রেণী। এছাড়া, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থিক, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনাগত কারণে ফসল কাটা ও সংগ্রহ, মওজুদ ও সংরক্ষণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন ধাপে খাদ্যশস্যে অপচয় ও ক্ষতি হয়ে থাকে। তবে উন্নত দেশগুলোতে খাদ্যাভ্যাসজনিত কারণে খাদ্যে যে অপচয় হয় তা উন্নয়নশীল দেশসমূহে তুলনামূলক অনেক কম। বিশ্বে যে পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয় তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অপচয় বা নষ্ট হয়, যা প্রায় ১৩০ কোটি টনের সমান। অপচয় না হলে এই অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ-ভূমি, পানি, জ্বালানী এবং শ্রম ও অর্থের অনাবশ্যক ব্যবহারের প্রয়োজন হতো না এবং ব্যাপক গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাধ্যমে বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত তীব্রতর হতো না। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, খাদ্য যোগানের জন্য অধিক উৎপাদন ,অপরিণামদর্শী পরিকল্পনা; উন্নত প্রযুক্তি বিকাশের অভাবের কারণে জীববৈচিত্র্যের বহু উপাদানকে আমরা হারাচ্ছি।

খাদ্য অপচয় রোধে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম :
যেসব খাদ্য উৎপাদনে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তুলনামূলক কম চাপ পড়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে ঐসব খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। মৃত্তিকা স্বাস্থ্যের পরিচর্যার কথা ভেবে "জৈব-কৃষি"-কে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং শস্য আবর্তন, সবুজ ও জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, জৈব পদ্ধতিতে বালাই দমনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। একই ভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, বংশগতি প্রভাবিত জৈব প্রযুক্তি এবং জীবাণু প্রতিরোধী উপাদান ও খাদ্যে রঞ্জক দ্রব্যের ব্যবহার পরিহারের জন্য জোর দেয়া হচ্ছে। উন্নত প্রজাতির কৃষি বীজ বিতরণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা এবং কৃষি ঋণ ও শস্য বীমার সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সারা বিশ্বের মানুষ সচেতনভাবে খাদ্য শৈলী পরিবর্তন, সংযত জীবনাচার ও অপচয় রোধের মাধ্যমে পরিবেশের সুরক্ষার যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের মানুষ আজ তাঁদের সাথে একাত্ম। সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে যে "রূপকল্প-২০২১" (vision-2021) গ্রহণ করা হয়েছে, তারই আলোকে প্রণীত হয়েছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-১৫) এবং সাম্প্রতিক চারটি বাজেটেই প্রতিফলিত হয়েছে সাশ্রয় ও মিতব্যয়িতার দর্শন।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম :
বাংলাদেশের নদী ও জলাশয়ের পানি দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো অপরিশোধিত শিল্প বর্জ্য। শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যাসহ সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের এবং উভয় তীরস্থ ফোরশোর এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং দূষণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজধানীর আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ট্যানারী শিল্পসমূহকে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক ঢাকার বাহিরে সাভারের হরিণধরায় অবস্থিত ঢাকা চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হচ্ছে।

এক নজরে পরিবেশ অধিদপ্তরের অর্জন

ক্রমিক	কার্যক্রম	২০০২ - ২০০৬	২০০৭ - ২০০৮	২০০৯ - মে ২০১৩
১।	পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের			
	মোট মামলা	১৫১ টি	১৫৮ টি	৫৭৪ টি
২।	মোবাইল কোর্ট			
	পলিথিন শপিং ব্যাগ			
	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	২১১ দিন	১৬৩ দিন	৪৮৪ দিন
	জরিমানার পরিমাণ	১৩.৩০ লক্ষ টাকা	৭.৭১ লক্ষ টাকা	১৭৮.১৬ লক্ষ টাকা
	যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ			
	দূষণকারী যানবাহনের সংখ্যা	২৫৫ টি	১০৮ টি	২৮০ টি
	আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ	০.৮৫ লক্ষ টাকা	১১.১৯ লক্ষ টাকা	৪.৭৯ লক্ষ টাকা
৩।	এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম : (ক্ষতিপূরণ আদায়)			
	ক্ষতিপূরণ ধার্যকৃত প্রতিষ্ঠান	০০	০০	১১৬৪ টি
	ক্ষতিপূরণ ধার্যের পরিমাণ	০০	০০	১১০১৪ লক্ষ টাকা
	ক্ষতিপূরণ আদায়ের পরিমাণ	০০	০০	৭৯৬৫ লক্ষ টাকা
৪।	শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন	১১৬ টি	১২১ টি	৬৭৭ টি
৫।	সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি			
	জনবল	২৬৭ জন	২৬৭ জন	৭৩৫ জন
	জেলা অফিস স্থাপন	-	-	২১ টি জেলা

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম :
বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও রোধকল্পে পরিবেশ অধিদপ্তর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে "ক্লিন এয়ার এন্ড সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট" (CASE)" শীর্ষক ৫ বছরের একটি প্রকল্প জুলাই, ২০০৯ হতে বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ক্লিন এয়ার এন্ড সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট" প্রকল্পের আওতায় ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোর বায়ুদূষণমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বায়ুদূষণমাত্রা পরিবীক্ষণের নিমিত্তে ঢাকা শহরে ০৩টি, চট্টগ্রাম শহরে ০২টি ও নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, বরিশাল শহরে ০১টি করে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা প্রচলনের ব্যাপারে ইট প্রস্তুতকারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং ইট প্রস্তুতে উন্নত প্রযুক্তির Demonstration করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম :
সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহের মধ্যে ৪টি এলাকার (হাকালুকি হাওর, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত) প্রতিবেশগত উন্নয়নের লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কমিউনিটি বেইজড্ এডাপটেশন ইন দ্যা ইকোলোজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াজ থ্রো বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন এন্ড সোশাল প্রোটেকশন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান হালনাগাদকরণপূর্বক তা বাস্তবায়নে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো (National Biosafety Framework) বাস্তবায়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। দেশের বায়োডাইভারসিটি সংরক্ষণের জন্য জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থা এবং হুমকিসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক ২০২০ সাল পর্যন্ত করণীয় কার্যক্রম চিহ্নিত করে বায়োডাইভারসিটি ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট এন্ড প্রোগ্রাম অব্ অ্যাকশন ২০২০ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

পরিবেশ দূষণরোধে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী ও কার্যক্রম :
পরিবেশ দূষণরোধে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়াও দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়াও বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী ও কার্যক্রম গ্রহণ করে এসেছে। দেশের পরিবেশ শাসনকে আরও কার্যকরী ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নতুন আইন-বিধি প্রণয়ন এবং পুরাতন আইন ও বিধি হাল নাগাদ করা হয়েছে। পাহাড় কাটা, জলাধার ভরাট, জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কারণে সৃষ্ট দূষণ, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানি, মওজুদকরণ, পরিবহন, ইত্যাদি সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ, ক্ষতিগ্রস্থ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ কর্তৃক পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করার বিধানসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিধান অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ জারী করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, সকল জেলায় পরিবেশ আদালত ও স্পেশাল আদালত স্থাপন করাসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক নতুন বিধান রেখে বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ জারী করা হয়েছে। কঠিন বর্জ্য, জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য, বিপদজনক বর্জ্যের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১ জারী করা হয়েছে এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১২ জারীর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ নীতি ২০১২ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং জীববৈচিত্র্য আইন ২০১২, ইট প্রস্তুত আইন ২০১২, জীব নিরাপত্তা বিধিমালা-২০১২, ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১২, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১২ ইত্যাদি আইন/বিধিমালা-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
০৫ জুন ২০১৩

বাণী

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৫ জুন ২০১৩ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Think. Eat. Save' অর্থাৎ 'ভেবে চিন্তে খাই - অপচয় কমাই' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত মানুষ বাড়ছে। খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু বাড়ছে না চাষযোগ্য জমির পরিমাণ। অন্যদিকে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে বিনষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য। দূষিত হচ্ছে মাটি, পানি, বায়ু ও নদ-নদী।

বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে খাদ্যশস্য আহরণ, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণে কারিগরি সীমাবদ্ধতার কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্য অপচয় হয়। এছাড়া উন্নত বিশ্বে খাদ্যমান বজায় থাকা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ খাদ্য প্রতিবছর অপচয় হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ খাদ্য অপচয়ের কারণে পরিবেশের ওপর চাপ বাড়ছে।

বর্তমান সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একদিকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট রয়েছে, অন্যদিকে উৎপাদিত খাদ্যের সংগ্রহ ও বিতরণে অপচয় কমিয়ে আনার প্রচেষ্টাসহ উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিয়েছে। এক্ষেত্রে, সর্বোপরি প্রয়োজন মানুষের সচেতনতা ও অভ্যাস পরিবর্তনের।

পরিবেশের উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং উৎপাদিত খাদ্যের অপচয় হ্রাসকল্পে সরকারের পাশাপাশি আমি দেশের সকল নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

০৫ জুন ২০১৩

বাণী

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে সার্বিক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে। এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো- THINK.EAT.SAVE (যার বাংলায় ভাবানুবাদঃ ভেবে চিন্তে খাই - অপচয় কমাই)। প্রতিবারের মতো এ বছরেও বাংলাদেশে এ দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে জাতীয় পর্যায়ে পালন করা হচ্ছে।

এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের মূল তাৎপর্য হলো আমাদের খাদ্য গ্রহণসহ সার্বিক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার অপরিনামদর্শী অপচয় ও তদজনিত ক্ষতির ফলে আর্থিক, সামাজিক ও সর্বোপরি পরিবেশগত যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে সে বিষয়ে জনগণকে অধিকতর সচেতন করে বিশ্ববাসীর Food Print যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। এক তথ্যে দেখা যায়, প্রতিবছর ধনী দেশসমূহ যে পরিমাণ খাদ্যের অপচয় করে (প্রায় ২২.২ কোটি টন) তা সমগ্র সাব সাহারান আফ্রিকার নেট উৎপাদিত খাদ্যশস্যের প্রায় সমপরিমাণ (২৩ কোটি টন)। অন্যদিকে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে আর্থিক, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে ফসল কাটা ও সংগ্রহ, মওজুদ ও সংরক্ষণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধাপে মূলতঃ খাদ্য শস্যের অপচয় ও ক্ষতি হয়ে থাকে। তবে উন্নত দেশগুলোতে প্রাচুর্যের অনুষঙ্গ হিসেবে খাদ্যাভ্যাসজনিত কারণে খাদ্যের যে অপচয় ও ক্ষতি হয় তা উন্নয়নশীল দেশসমূহে তুলনামূলক অনেক কম।

এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মর্মকথা যথার্থ উপলব্ধি করে নিজ গৃহে, সমাজে ও দেশে দেশে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্যের অপচয় কমিয়ে আর্থিক ক্ষতি হ্রাসসহ পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনতে তৎপর হবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ এর জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী)
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার ইতোমধ্যেই পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি জলবায়ু পরিবর্তন সেল গঠন করেছে। দেশে অভিযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক National Adaptation Programme of Action (NAPA) প্রণয়ন এবং Update করা হয়েছে এবং NAPA-এর আওতায় বাংলাদেশ ১৫টি অগ্রাধিকারমূলক অভিযোজন কার্যক্রম (প্রকল্প) চিহ্নিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন তথা বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধকল্পে কিয়োটো প্রটোকলের আওতায় Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প বা কার্বন ট্রেডিং সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য। ০৯টি CDM প্রকল্পের মধ্যে ০৪টি প্রকল্প আন্তর্জাতিক পর্যায়ে CDM Executive Board এ নিবন্ধন (Registration) পেয়েছে এবং ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়নে গিয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সারা দেশের ৬৪টি সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে Programmatic CDM প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

পরিবেশগত ক্ষতিসাধন :
পরিবেশ সংরক্ষণে জনসাধারণ ও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি আইন প্রয়োগমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর অধীন পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ ক্ষতিসাধনের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করায় এ ধরণের আইন প্রয়োগমূলক কার্যক্রম পূর্বের চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের বিষয়টি বহুমাত্রিক। সে প্রেক্ষিতে ইস্যুভিত্তিক গবেষণা ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিরোধ, অভিযোজন ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। খাদ্য অপচয় পরিবেশ দূষণের একটি অনুঘটক। সুচিন্তিত খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য গ্রহণে মিতাচারের মাধ্যমে খাদ্য অপচয়সহ অপরাপর দূষণ সৃষ্টিকারী বিষয়াবলী রোধ করে মানব সত্তা ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ব এই হোক বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অঙ্গীকার।

মোঃ গোলাম রব্বানী
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

তোমার আমার অধিকার
পরিবেশ দূষণের প্রতিকার

বাঁচাই নদী বাঁচাই দেশ
সবাই মিলে থাকি বেশ

জীবনের তরে বাঁচাই পরিবেশ
রক্ষা করি প্রকৃতি ও দেশ

একটি বিশ্ব, একটি ভবিষ্যৎ, একটি সুযোগ-
আসুন পরিবেশ রক্ষা করি